যুগান্তর

তারিখ ০4 MAR 2018
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

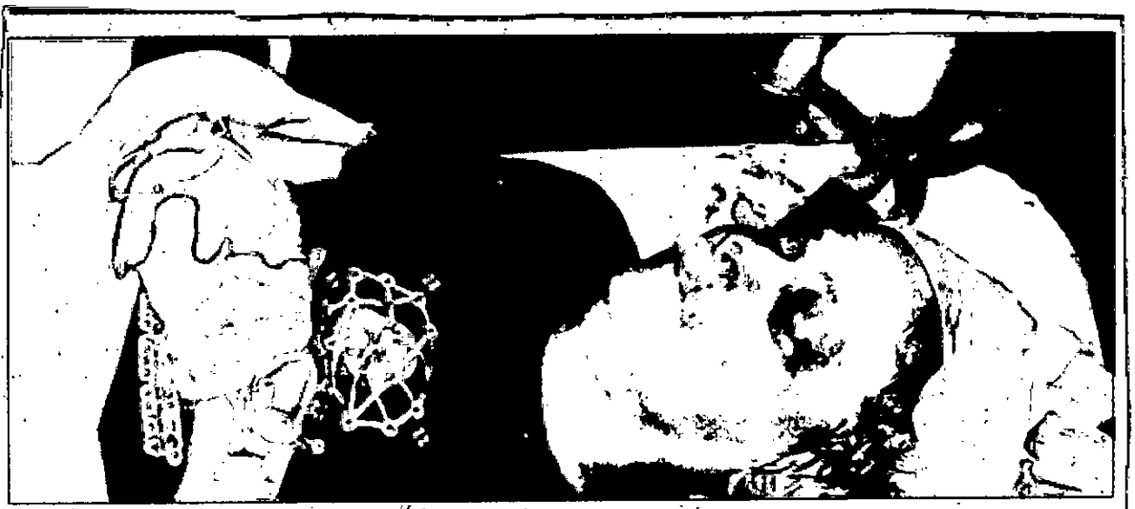

ছুরিকাঘাতে আহত ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালকে হাসপাতালে নেয়া হচ্ছে ● আরও ছবি : পৃষ্ঠা ৩ যুগান্তর

জাফর ইকবালকে হত্যাচেষ্টা

❑ শাবি ক্যাম্পাসে পেছন থেকে ছুরিকাঘাত ❑ শঙ্কামুক্ত জাফর ইকবাল —চিকিৎসক ❑ হামলাকারী আটক, অন্যজন মোটরসাইকেলে পালিয়েছে ❑ এক পুলিশ আহত ❑ ঢাকায় সিএমএইচে স্থানান্তর ❑ পাঁচ সদস্যের মেডিকেল বোর্ড গঠন

সিলেট ব্যুরো ও শাবি প্রতিনিধি

জনপ্রিয় লেখক অধ্যাপক ড. জাফর ইকবালকে সিলেটে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে হত্যার চেষ্টা চালানো হয়। ক্যাম্পাসের মুক্তমঞ্চে অনুষ্ঠানের সময় হামলাকারীরা পেছন থেকে জাফর ইকবালের মাথায় তিন দফা উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করে। এছাড়া পিঠে এবং বাম হাতেও আঘাত করা হয়। গুরুতর আহতাবস্থায় তাঁকে দ্রুত সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হামলার সঙ্গে জড়িত একজনকে আটক করা হয়েছে। অন্যজন মোটরসাইকেল নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। শনিবার বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। উন্নত চিকিৎসার জন্য রাতেই তাকে সিলেট থেকে ঢাকার সিএমএইচে আনা হয়। তার চিকিৎসায় পাঁচ সদস্যের মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। রাতে সিএমএইচের মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট মো. সমীর উদ্দিন যুগান্তরকে জানান, রাত ১২টা ১০ মিনিটে জাফর ইকবালকে সিএমএইচে আনার পর তাকে ইমার্জেন্সি বিভাগে ভর্তি করা হয়।

অপারেশন থিয়েটারে ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল যুগান্তর

এর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ড. জাফর ইকবালকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে দ্রুত ঢাকার সিএমএইচে আনার নির্দেশ দেন। প্রধানমন্ত্রী এ হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি প্রকৃত অপরাধীদের খুঁজে বের করার নির্দেশ দেন বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব এহসানুল করিম। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী সার্বক্ষণিকভাবে জাফর ইকবালের চিকিৎসার খোঁজখবর রাখছেন। এ ঘটনায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারাসহ সামাজিক সাংস্কৃতিক দলের পক্ষ থেকে তীব্র নিন্দা জানানো হয়। এদিকে শিক্ষকের ওপর হামলার প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করছেন শিক্ষার্থীরা। হাসপাতালেও ভিড় করেন তারা। ঘটনার পর ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ হয়েছে।

এদিকে এ হামলার সঙ্গে জঙ্গি সম্পৃক্ততা রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে সিলেটে যাচ্ছে কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের (সিটিটিসি) একটি দল। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিটিটিসির উপকমিশনার মহিবুল ইসলাম। উপস্থিত শিক্ষার্থীরা জানান, হামলার সময় জাফর ইকবালের পাশে চার সদস্যের নিরাপত্তারক্ষীও ছিলেন। পুলিশ দাবি করেছে, হামলাকারীদের প্রতিরোধ করতে গিয়ে তাদের এক সদস্যও আহত হয়েছেন। সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের যুগ্মপাত্র আবদুল ওয়াহাব বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। জালালাবাদ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, হামলার পরপরই হামলাকারী যুবককে আটক করা হয়।

■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১